আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ১৭, ৪র্থ সপ্তাহ, এপ্রিল ২০২০

সূচী

সম্পাদকীয় ০১

আমেরিকার সহায়তায় পশ্চিম তীর দখল করতে যাচ্ছে ইসরাইল, সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা গেছেন আরো এক ফিলিস্তিনি ০২

সাংবাদিকদের উপর নির্যাতনসহ চার কাশ্মীরীকে হত্যা করেছে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী, স্বাধীনতাকামীদের হামলায় হতাহত ৭ এর অধিক ভারতীয় মালাউন ০২

করোনা পরিস্থিতিতেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসার ভাইরাস ছড়াচ্ছে বিজেপি, ভারতে রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে করোনার হানা। ০৩

পাকিস্তানে সরকারি মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের তীব্র হামলা, হতাহত ৫০ এর অধিক কুফফার সেনা ০৩

সৌদি তাগুত সরকারের অন্যায়ভাবে মুসলিম-হত্যা অব্যাহত, ন্যায্য অধিকার চাওয়ায় মরতে হলো সেই মুসলিম নাগরিককে ০৪

ভারতে খাদ্য-অভাবে মৃত্যুভয় রোহিঙ্গা শিবিরে, মালাউনদের বিদ্বেষের শিকার ৪০ হাজার অসহায় জীবন ০৫

করোনা আতঙ্কে সিরিয়ার ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ, ধ্বংসপ্রায় বাড়িতে ফিরছেন দিশেহারা ইদলিবের বাসিন্দারা ০৫

খোরাসানে মুরতাদ বাহিনীর উপর ইসলামি ইমারতের ৫২ টি সফল অভিযানে ১৫২ কুফফার নিহত, ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করেছে ১২৭ সেনা ০৬

আফ্রিকায় ৬ গোয়েন্দাকে হত্যাসহ মুজাহিদ বাহিনীর ২১ টি সফল অভিযান, ৪ সোমালিয় সৈন্যের আত্মসমর্পণ ০৭

চাল চুরির নেপথ্যে কী?

সম্পাদকীয়

চলমান লকডাউনে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়েছেন। খাদ্যের অভাবে অনেকে আত্মহত্যা করছেন—এমন সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এমন করুণ পরিস্থিতিতেও দেশ ও জনতার পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী প্রশাসন। বরং করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করার পেছনে আওয়ামী প্রশাসনের স্বার্থপরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, দুর্বলতা এবং উদাসীনতাই দায়ী—এমনটাই মনে করছেন জনসাধারণ।

আওয়ামী সরকারের হিংস্রতার শিকার হয়ে আজ উভয়মুখী সংকটে সাধারণ মানুষ। একদিকে বাইরে বের হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা, অন্যদিকে ঘরে বসে থাকলে না খেয়ে মরার ভয়। কিন্তু দেশের সরকারের সেদিকে খেয়াল কই? তারা মুজিবপূজায় ব্যস্ত থেকে দেশে করোনাভাইরাস বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। আজ যখন দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে, তখনও তারা উদাসীন। দরিদ্র মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যত কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছেনা দেশের শাসকগোষ্ঠী; বরং দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক মিথ্যা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য।

হ্যাঁ, সরকার ত্রাণ দিয়েছে। ত্রাণ দেওয়াটা সরকারের দায়িত্ব, জনগণের প্রতি অনুগ্রহ নয়। কিন্তু কথা হলো, সরকারের ত্রাণ কারা পেয়েছে? যাদেরকে ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকারের ত্রাণ তারাই পেয়েছে। তারা চাল চুরি করেছে, তেল গুদামে ভরেছে। ত্রাণ দিয়ে ছবি তুলেছে, তারপর ত্রাণ কেড়ে নিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি পাঠিয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের সাথে তামাশা করেছে এই আওয়ামী প্রশাসন। এ নিয়ে বিস্তারিত বলার কিছু নেই, গত কয়েকদিনে চাল চুরির ঘটনা সবাই কমবেশি জানেন। চাল চোরদের বিরুদ্ধে সবার কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ। তবে চাল চুরির নেপথ্যে কী? এর সমাধান কোথায়? এ নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হলেও, প্রকৃত সমাধানের কথা উঠে এসেছে বলে মনে হয়নি।

চাল চুরির পেছনে বহু কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে একটি কারণ হলো জবাবদিহিতার অভাব। সরকারের নিম্নপর্যায় থেকে একেবারে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সবার চুরি করার পেছনে এই কারণটি বিদ্যমান। এই সরকারের 'সবাই' চুরি করে; কেউ ব্যাংক লোন আর বাজেটের নামে 'পুকুর চুরি' করে, আবার কেউ গরীবের হক মেরে 'চাল চুরি' করে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই জবাবদিহিতার পথ রুদ্ধ, কেউ কাউকে জবাবদিহি করার মতো নৈতিক যোগ্যতা রাখে না। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ চোরদের নৈতিক ক্ষমতা নেই নিম্নপদস্থ আঞ্চলিক চোরদের জবাবদিহি করার। বরং তারা একে অপরের সহযোগী; যাকে বলে চোরে চোরে মাস্ততো ভাই।

স্বয়ং চোরদের হাতে চুরি ঠেকানোর 'যন্ত্র' দিয়ে রাখলে, চুরি বন্ধ করা অসম্ভব। 'চাল চুরি' বলুন কিংবা 'পুকুর চুরি'—এসবের বাস্তবিক সমাধান চোরদের শাসনব্যবস্থায় অকল্পনীয়। কেননা, গণতান্ত্রিক চোরদের সরকারব্যবস্থায় গরীবের হক মারার এই চুরির বিরুদ্ধে জবাবদিহি করার কেউ নেই। আর জবাবদিহি করার বিষয়টি এতো সহজও নয়। ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী এই সকল চোরকে যদি জবাবদিহি করতে যান, তাহলে আপনি তার রোষানলে পড়া ছাড়া ততোটা লাভ হবে না। আপনার উপরই চুরির অপবাদ দেওয়া হতে পারে, আপনাকেই দোষারোপ করে নির্যাতন করা হতে পারে। তাহলে কখন জবাবদিহি করা যাবে? প্রকৃতপক্ষে সমাধান কখন আসবে?

প্রকৃত সমাধান তখনই আসবে যখন দেশের এই চোর শাসকগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হবে; আর ক্ষমতায় থাকবেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান শাসক, যিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সামনে জবাবদিহি করেছেন। সমাধান আসবে— চোরদের হাত কাটার বিধান বাস্তবায়ন করা হলে, রুদ্ধ করা হলে চুরির সমস্ত পথ। কিন্তু, চুরির পথ কীভাবে বন্ধ করবেন? যখন সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারবেন—চুরির পথ তখনই বন্ধ করা সম্ভব; আর এটা কোনো তাত্ত্বিক বয়ান নয়, বরং ইসলামী শাসনব্যবস্থায় যুগে যুগে এর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, সম্পাদক,
আল-ফিরদাউস নিউজ।

ফিলিস্তিন

আমেরিকার সহায়তায় পশ্চিম তীর দখল করতে যাচ্ছে ইসরাইল, সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা গেছেন আরো এক ফিলিস্তিনি

দখলদার সন্ত্রাসী ইহুদীদের হিংসাত্মক কাজ যেন থামছেই না। একের পর এক কুকীর্তি করেই যাচ্ছে এই বর্বররা। নিরাপরাধ নিরস্ত্র সাধারণ জনগণের উপর তাদের পাষণ্ডতা বরাবরই হতবাক করছে বিশ্বকে।

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যেও থেমে নেই দখলদার ইয়াহুদি বর্বর সন্ত্রাসীদের মুসলিম-নিধনযজ্ঞ। এরই ধারাবাহিকতায় এবার জেরুজালেমের কাছে একটি তল্লাশিচৌকিতে এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা। গত বুধবার এই নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। ইসরাইলি পুলিশের মুখপাত্র মিকি রোজেনফেল্ডের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর জানিয়েছে।এর আগে দখলকৃত পশ্চিম তীরে হালসার গ্রামে ইসরায়েলি বাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি ফিলিস্তিনি বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে এবং তুলে নিয়ে গেছে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ওই ফিলিস্তিনীর বাবা-মাকে।

অন্যদিকে গত বাইশে এপ্রিল ফিলিস্তিনের অধীনস্ত পশ্চিম তীরকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সাথে অঙ্গীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সদ্য গঠিত হওয়া ইহুদিবাদী ইসরাইলের নতুন জোট সরকার।

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী ইসরাইলের এমন সিদ্ধান্তকে ইসরাইলের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং এটা ইসরাইলের অধিকার বলে মন্তব্য করেছে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

এভাবেই বিশ্ব কুফরি শক্তির লিডার আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একের পর এক কুকীর্তি করে যাচ্ছে এই সন্ত্রাসী ইহুদীরা।

কাশ্মীর

সাংবাদিকদের উপর নির্যাতনসহ চার কাশ্মীরীকে হত্যা করেছে ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী, স্বাধীনতাকামীদের হামলায় হতাহত ৭ এর অধিক ভারতীয় মালাউন

"দেশবিরোধী" কার্যকলাপে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে কাশ্মীরের ৩ সাংবাদিককে আটক করেছে ভারতীয় মালাউন বাহিনী। হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন মিডিয়াকর্মীদের ভয় দেখাতে ও অত্যাচার করতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সচেতন মহল। আটককৃত সাংবাদিকদের সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টগুলো "জনসাধারণকে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে প্ররোচিত করতে পারে" বলে অভিযোগ করেছে দেশটির মালাউন বাহিনী।

এর আগে অন্যএকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে "ভুয়া সংবাদ" এবং "ভুল তথ্য" ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। জম্মুতে ভাইরাস টেস্টের কিটগুলো সরানোর পর সেখানে করোনাভাইরাস পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমন সত্য তথ্য প্রকাশের কারণেই তাকে আটক করা হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। বেশ কয়েক মাস যাবৎ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে কাশ্মীরকে। বিভিন্ন অজুহাতে কাশ্মীরীদের উপর হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে মুশরিক মালাউন বাহিনী। এর মধ্যে করোনার অযুহাতে লকডাউনের আড়ালে চলছে কাশ্মীরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন সৈন্যদের অমানবিকসব নির্যাতন-নিপীড়ন। এবার করোনা ভাইরাসে লকডাউন ভাঙার ঠুনকো অজুহাতে সন্ত্রাসী বাহিনী হত্যা করেছে ৪ কাশ্মীরীকে। তাই প্রতিবাদ স্বরূপ ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের উপরেও হামলা চালাচ্ছেন কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা। গত শনিবার (১৮ এপ্রিল) দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপোরে ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের উপর হামলা চালান এসকল মুজাহিদ। এতে মারা গেছে ভারতীয় মুশরিক সিআরপিএফ-এর ৪ সৈন্য। আহত হয়েছে আরো ৩ মুশরিক সৈন্য। কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় যখন সিআরপিএফ এর মুশরিক যৌথবাহিনী টহল দিচ্ছিল, তখনই এই সফল অভিযানটি চালান কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা।

ভারত

করোনা পরিস্থিতিতেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসার ভাইরাস ছড়াচ্ছে বিজেপি, ভারতে রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে করোনার হানা।

করোনা ভাইরাসের মধ্যেও থেমে নেই ভারতীয় মালাউন সরকারের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে আক্রমণ চালানো অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এই সন্ত্রাসী বাহিনীর। নতুন নতুন ফন্দি এঁটে জুলুমের সব পদ্ধতি প্রয়োগ করছে মুসলিমদের উপর।

করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবিলায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে বিশ্বব্যাপী অনেক সচেতন মহল। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তারা যে পরামর্শ দিয়েছে, তার অধিকাংশই মেনে চলা হয়নি দেশটিতে বলে অভিযোগ করেছেন তারা। সবার একজোট হয়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলার প্রয়োজন থাকলেও, বিজেপি সরকার তাদের চিরায়ত স্বভাব মোতাবেক সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার ভাইরাস ছড়িয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করছেন বিজ্ঞজনেরা। ভারতীয় মালাউন বাহিনীর এই হিংসাত্মক কাজের অংশ হিসেবে এবার ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরও নিজামুদ্দীনের তাবলিগ জামাআতের ৫৪ বিদেশি সদস্যকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর অফিস।

জানা যায়, এতোদিন রাজ্যের শাহারানপুরে অবস্থান করছিলেন ওইসব বিদেশি নাগরিক। ছিলেন কোয়ারেন্টাইনে। কিন্তু কোনো উপসর্গ না থাকলেও তাদের পাঠানো হচ্ছে অস্থায়ী জেলে।

অন্যদিকে ভারতে রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দেহে ধরা পড়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। এর পরপরই প্রায় ১০০ জনকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবর অনুযায়ী, চারদিন আগে ওই পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দেহে সংক্রমণ ধরা পড়ে। সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও তাদের পরিবারকেও থাকতে বলা হয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইনে। আর সাধারণ কর্মীদের রাখা হয়েছে দিল্লির একটি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে। ধারণা করা হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শীঘ্রই এই ভাইরাসে আক্রমণ করতে পারে।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে সরকারি মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের তীব্র হামলা, হতাহত ৫০ এর অধিক কুফফার সেনা

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর জানবায মুজাহিদিন গত সপ্তাহজুড়ে পাকিস্তানি মুরতাদ সরকারি বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রায় ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদদের এসব হামলায় প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিলো নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ১৩টি চেকপোস্টসহ মুরতাদ আইএসআই গোয়েন্দা সংস্থার কুখ্যাত সদস্যরা। তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহর দায় স্বীকারমূলক বার্তায় প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে, মুজাহিদদের দুটি হামলাতে অন্তত ৭ মুরতাদ সেনা ও গোয়েন্দা সদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৩ জনের অধিক।

অন্যদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায়, গতো বাইশে এপ্রিল TTP পরিচালিত দীর্ঘ ৪ ঘণ্টার এক অভিযানে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ২৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেকে। মুজাহিদদের বাকি দুটি অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর হতাহতের নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি। তবে ঐ হামলা দুটির একটিতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান ধ্বংস হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদিকে পাকিস্তানে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার মহান এই কাজে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিন। দলটিকে টিটিপির অঙ্গসংগঠন হিসাবেই প্রচার করা হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিনও গত সপ্তাহে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে কমপক্ষে ৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহতে হয়েছে ৪ জনের অধিক।

সৌদি তাগুত সরকারের অন্যায়ভাবে মুসলিম-হত্যা অব্যাহত, ন্যায্য অধিকার চাওয়ায় মরতে হলো সেই মুসলিম নাগরিককে

আবদুর রহিম আল-হাওয়াইতি

লোহিত সাগরে মেগা-প্রকল্পের নামে অশ্লীলতার আড্ডা বসাতে চায় তাগুত আলে সৌদ প্রশাসন। মেগা-প্রকল্পের নামে এই জঘন্য কাজটি করার জন্য যে সম্পত্তি দরকার, তা কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের কাছ থেকে। আর যারা নিজের সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করছেন, তাদের উপর চলছে তাগুত সৌদি প্রশাসনের নির্মম নির্যাতন। সেই ধারাবাহিকতায় আবদুর রহিম আল-হাওয়াইতি নামে একজন মুসলিমকে আলে-সৌদ তাগুত বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

আমেরিকার গোলাম সৌদি সরকার আব্দুর রহিম আল-হাওয়াইতি নামক মুসলিম নাগরিককে নিজের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জঘন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু ঐ মুসলিম নাগরিক নিজের বাড়ি ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। আর এতেই মুসলিম ব্যক্তিটির বাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৌদ পরিবারের গোলাম বাহিনী, নির্মমভাবে শহীদ করে ঐ মাজলুম মুসলিমকে।

সৌদি বাহিনীর হাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ঐ ব্যক্তি শহীদ (ইনশাআল্লাহ) হওয়ার আগে অনলাইনে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আব্দুর রহিম আহমাদ মাহমুদ আল-হাওয়াইতি নামে নিজের পরিচয় দেন।

ভিডিওটিতে তিনি উত্তর-পশ্চিম লোহিত সাগর অঞ্চলের আল-খ্রাইবাহ এলাকায় তাঁর বসবাস বলে জানান। ঐ এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের পাশাপাশি তাঁকেও নিজ সম্পত্তি সরকারকে দিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়।

আল-হাওয়াইতি ইউটিউবে আপলোড করা ওই ভিডিওতে আরো বলেছেন "কেউ যদি এই অঞ্চল ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে সরকারী এজেন্টরা গ্রেপ্তার করে"। তিনি আলে-সৌদ সরকারের এমন পদক্ষেপকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ বলে অভিহিত করেছেন। এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের পিতৃপুরুষের শিকড়কে উপড়ে ফেলতে চান না। তবে নিরাপত্তা বাহিনী তাঁদের উপর অত্যাচার চালিয়ে এমনটা করতে বাধ্য করবে—এই আশংকায় তাঁরা এখন ভীত অবস্থায় আছেন। তার অঞ্চল থেকে এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার কিংবা হত্যা করা হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আর এবার সেই আশংকাকে সত্য করে সৌদি তাগুত বাহিনী তাদের চলমান অন্যায়ের ধারাবাহিকতায় হত্যা করছে এই নিরাপরাধ নাগরিককে।

রোহিঙ্গা মুসলিম

ভারতে খাদ্য-অভাবে মৃত্যুভয় রোহিঙ্গা শিবিরে, মালাউনদের বিদ্বেষের শিকার ৪০ হাজার অসহায় জীবন

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর পাশ্ববর্তী নুহ জেলার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে মারাত্মক খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন সেখানে অবস্থানরত সংবাদকর্মীরা। কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য রেড জোন হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় কোনো স্বেচ্ছাসেবক দল সেখানে প্রয়োজনীয় খাবার ও চিকিৎসা-সামগ্রী নিয়ে যেতে পারছে না।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো কোনো করোনা-আক্রান্ত পাওয়া না গেলেও, এর আশেপাশের এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত ৪৮ জনের দেহে ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে। আনাদোলু এজেন্সিকে জাফরুল্লাহ নামে এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, কমিউনিটির বাসিন্দাদের জন্য দরকারি জিনিসপত্র কিনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরেও লকডাউনের কারণে তারা কিছুই করতে পারছেন না। এখানকার মানুষ হয়তো ক্ষুধাতেই মারা যাবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, বিগত এক দশকে প্রায় ৪০,০০০ রোহিঙ্গা ভারতে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছেন।

৩ মে পর্যন্ত লকডাউন বর্ধিত করার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। এই শরণার্থীরা মূলত অন্যের দান সহায়তার উপর নির্ভর করে তাদের দিন কাটাচ্ছেন। জাফরুল্লাহ নামের এই ব্যক্তি আরো জানান, জেলাকে রেড জোন ঘোষণা করার পর তাদের সমস্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। বাইরে খাবার বা ঔষধ কিনতে গেলে পুলিশ তাদেরকে পেটায় বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সিরিয়া

করোনা আতঙ্কে সিরিয়ার ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ, ধ্বংসপ্রায় বাড়িতে ফিরছেন দিশেহারা ইদলিবের বাসিন্দারা

কুখ্যাত জিন্দিক নুসাইরি শিয়া বাহিনী ও ক্রুসেডার আমেরিকার আক্রমণের শিকার সিরিয়ার মুসলিমরা দিন কাটাচ্ছেন আরেক আতংকে। কুফফার বাহিনীর হামলায় নিজ ভুমি ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন শরণার্থী শিবিরে। কিন্তু করোনা ভয়ে আবার তারা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন বোমার আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া নিজ-বাড়িতে।

সিরিয়ার একটি স্থানীয় ত্রাণ সংস্থার বরাত দিয়ে মিডলইস্ট মনিটর এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে শরণার্থী ক্যাম্প ছেড়ে বাধ্য হয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ ইদলিব এবং আলেপ্পোর আশেপাশের শহরগুলোতে ফিরে এসেছেন। ইদলিবের চারপাশে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। এমন একটি বাড়িও নেই যেখানে ক্রুসেডার জোটের হিংস্র থাবা পড়েনি। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় বাস্তুহারা এই সব মানুষ শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে নানাবিধ সমস্যায় দিনযাপন করছিলেন। তাহের আল মাতার নামে ইদলিবের একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, শরণার্থী ক্যাম্পে লাঞ্ছিত অবস্থায় কাটানোর চেয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া নিজ বাড়িতে বাস করাতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পবিত্র রমজান মাসে ঘরে বসে ছয় সন্তানের সাথে দিন কাটানোর ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন এই বাসিন্দা। তাদের কাছে নেই নগদ কোনো অর্থ। তাই নিজ হাতেই করছেন বাড়ি মেরামতের কাজ। শরণার্থী ক্যাম্পে গাদাগাদি করে থাকতে হতো তাদের। নিরাপদ দূরুত্ব বজায় রাখা কোনভাবেই সম্ভব না এসব শরণার্থী শিবিরে। এমনকি নেই কোনো চিকিৎসাব্যবস্থাও। ফলে সেখানে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশংকাও প্রবল বলে জানান তিনি।

আফগানিস্তান

খোরাসানে মুরতাদ বাহিনীর উপর ইসলামি ইমারতের ৫২ টি সফল অভিযানে ১৫২ কুফফার নিহত, ভুল বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করেছে ১২৭ সেনা

ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের মুজাহিদিন শান্তিচুক্তির ধারাগুলো বজায় রেখে আফগানব্যাপী হামলা অনেকটাই কমিয়ে এনেছেন। রাষ্ট্রের পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন সংস্কার ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে সময় পার করছেন তারা। এছাড়াও করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য-ক্যাম্পেইনসহ চিকিৎসা কাজে গুরুত্ব দিচ্ছেন আফগান মুজাহিদিন।

অন্যদিকে এমন একটি কঠিন সময়েও ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান সৈন্যরা নিরাপরাধ বেসামরিক নগরিকদের বাড়িঘরে হামলা ও লুণ্ঠন অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাকিতায় গত সপ্তাহে মুসলিমদের ৫৩টি বসত-বাড়ি, ২টি মসজিদ, ২টি হাসপাতাল ও ৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে কুফাফার বাহিনী, এতে হতাহত হয়েছেন প্রায় ৩৭ জনেরও অধিক বেসামরিক নাগরিক। এছাড়াও বাড়িঘরে লুণ্ঠন চালিয়ে ১০৭ জন নিরাপরাধ বেসামরিক নাগরিককে তুলে নিয়ে গিয়েছে তারা।

ক্রুসেডার আমেরিকা ও মুরতাদ বাহিনীর এমন অমানবিক আচরণের ফলে বাধ্য হয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার তালেবান মুজাহিদিনও ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তালেবানের প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী গত সপ্তাহে মুজাহিদরা আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৫২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৬২ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদরা মুরতাদ বাহিনীকে হটিয়ে ১৮টি চেকপোস্টের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর গনিমত হিসেবে লাভ করেছেন অগণিত যুদ্ধাস্ত্র।

এসকল অভিযানের মধ্য দিয়েই আফগান সরকারের মুরতাদ বাহিনী ত্যাগ করে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন ১২৭ আফগান সেনা সদস্য। যারা নিজেদের অতীত কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে মহান রবের নিকট ক্ষমা পার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে ইসলাম বিরোধী কাজে সহায়তা না করে ইসলামি ইমারতের হয়ে কাজ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। এছাড়াও আরো ১০০ আফগান সেনা সদস্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন।

আফ্রিকায় ৬ গোয়েন্দাকে হত্যাসহ মুজাহিদ বাহিনীর ২১ টি সফল অভিযান, ৪ সোমালিয় সৈন্যের আত্মসমর্পণ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত সপ্তাহ জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার বাহিনী ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ২১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিসুতে ৪টি, শাবেলী সুফলা প্রদেশে ৭টি, যুবা প্রদেশে ৪টি এবং হাইরান মাদাক ও জিযু প্রদেশে মোট ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এসকল অভিযানের ৬টিতেই মুজাহিদদের হাতে হতাহত হয়েছে ১৯ জনের বেশি মুরতাদ ও কুফ্ফার সৈন্য, বাকি অভিযানগুলোতেও অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়েছে, যার বিস্তারিত পরিসংখ্যান এখনো জানা যায়নি।

এরইমধ্যে জিযু প্রদেশের আইল-আদী শহর হতে ৪ সোমালিয় সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে জুবা প্রদেশের জামামী শহরে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত ইসলামি ইমারতের একটি আদালত ৬ গোয়েন্দা সদস্যের রিদ্দাহ্ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের উপর হদের বিধান কর্যকর করেছে।

এদিকে কেনিয়ার আজির শহরে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধেও মুজাহিদরা একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে ক্রুসেডার বাহিনীর ৬ সৈন্য নিহত হয়েছে, এসময় মুজাহিদরা নিহত ক্রুসেডার সৈন্যদের থেকে ৫টি যুদ্ধাস্ত্র ও গনিমত লাভ করেন।

For More Visit
Alfirdaws.org
DawahIlallah.com
Gazwah.Net